প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৫৫

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : মিসেস্ এস, ভট্টাচার্য
বলাকা প্রকাশনী
৮৮/৩এ, রফি আমেদ কিদোয়াই রোড
কলিকাতা-১৩

মুদ্রক : শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়,
জ্ঞানোদয় প্রেস,
১৭, হায়াত খান লেন, কলিকাতা-৯

পরিবেশক : এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড
১৪, বংকিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

ব্লক নির্মাতা : শ্রী সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রক : লালচাঁদ রায় এ্যাণ্ড কোং,
৭ এবং ৭/১ গ্রাণ্ট লেন, কলিকাতা-১২

ভূমিকা

শ্রীবিশ্বরূপ মণ্ডলের 'দ্বিতীয় শৈশবে' নামক কাব্য গ্রন্থ-খানির পাণ্ডুলিপির কিছু কবিতা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ইতিপূর্বে পত্র-পত্রিকায় তাঁর একাধিক কবিতাও আমি পড়েছি এবং তাঁর কবিতার সহজ মাধুর্য আমার ভাল লেগেছে। 'দ্বিতীয় শৈশবে'র কবিতাগুলি মূলত বাংলা দেশ সম্পর্কিত। গত এক বৎসর কাল বাংলা দেশ নিয়ে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে, বেরিয়েছে অনেক কাব্যসঙ্কলন। এগুলির মধ্যে ভাল মন্দ দুই শ্রেণীর কবিতাই আছে। তবে উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব এবং আদর্শের ব্যাপকতার আলোকে ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমার্হ।

'দ্বিতীয় শৈশবে'র কবিতাগুলি মূলত প্রচারধর্মী হলেও বিশ্বরূপ মণ্ডলের স্বাভাবিক কবি মানসিকতা ও শব্দচিত্র অঙ্কণের নৈপুণ্যে প্রচারপ্রধান হয়ে ওঠে নি। দ্বিতীয় শৈশব কবির প্রতীকী মনের পরিচায়ক এবং অপাপবিদ্ধ মানসিকতার আলোকে বর্তমান যুগ ও জীবনকে কাব্যরূপ দেবার প্রয়াস এ বই-এর প্রতিটি কবিতার মধ্যে অনুরণিত। সমিল ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনায় কবি যেমন সিদ্ধহস্ত, তেমনই স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে তাঁর হাতে গদ্য কবিতা মোহময়ী হয়ে ওঠে। 'দ্বিতীয় শৈশবে' নামক দীর্ঘ কবিতাটি শেষোক্ত ধারার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ইতিপূর্বে শ্রীবিশ্বরূপ মণ্ডলের আর কোন কবিতার বই বেরিয়েছে কিনা আমি জানি না। তবে তাঁর 'দ্বিতীয় শৈশবে' নামক এই কাব্য গ্রন্থখানি যে আধুনিক কাব্য রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। নবীন

সূচীপত্র

লেখকের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ

"তাপস সত্তায়"

অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হচ্ছে

দ্বিতীয় শৈশবে

সুদূর অতীতে পুরাণের কাহিনীটা
আমার খুব প্রিয় ছিল।
দিদিমার কোলে মাথা রেখে
গল্পশোনার দিনগুলোয়
বারবার শুনেছি সে কথকতা—
দেবতাদের কোনো এক বড় নেতা বা সর্দার
পৃথিবীকে নির্বিষ করার জন্য
সমস্ত গরল দ্বিধাহীন গলাধঃকরণ কোরলে
বিশ্বচরাচরে তাবৎ উৎকণ্ঠার অবসান।
কাহিনীটা আমার খুব প্রিয় ছিল,
"অ-এ অজগর আসছে তেড়ে" ইত্যাদি ধরণের
বর্ণপরিচয়ের প্রথম পাঠের মতো
সাবলীল স্মৃতিতে জড়িত সে কথকতা
আমি বারবার শুনেছি।

অনেক বছর কেটে গেছে তারপর।
সময় আমাকে বা
আমি সময়কে ধরে রাখতে পারিনি ;
জগৎ-সংসারে অবিরাম জন্ম-মৃত্যু,
প্রাত্যহিক আহার নিদ্রা মৈথুন,

প্রাণচঞ্চল খেত-খামারে কল-কারখানায়
এবং অফিসে কাছারিতে
কাজকর্মের ব্যস্ততার মধ্যে
সময় মহাসময়ের দিকে
বিরামবিহীন এগিয়ে চললে
আমিও ক্রমেই বেড়ে উঠেছি।
শৈশবের স্বজন-অবলম্বনতা, কৈশোরের চাপল্য,
যৌবনের ভাবাতিশয্য প্রভৃতি উপসর্গের মধ্যে
পাঠশালা স্কুল কলেজের নির্ধারিত পাঠ্যক্রম
নিয়মিত মগজীকরণ কোরে
কর্মজীবনে হয়েছি করণিক,
সরকারী অফিসের কনিষ্ঠ করণিক।
দিদিমা তাতেই খুব খুশী হয়েছেন
বড় মুখ কোরে বলেছেন পাড়াপড়শীর কাছে
"নাতি আমার গভরমেন্টের ঘরে কাজ পেয়েছে"
আবেগের ভরে খাইয়েছেন চা চানাচুর
পান দোক্তাও কাউকে কাউকে।

দিদিমার খুশীর উপহার
আমাকেও নিতে হয়েছে। অনতিবিলম্বে
এনেছেন এক টুকটুকে নাতবৌ,
আমাকে ঘিরে নিজের দায়িত্বটুকু
তার ঘাড়ে চাপাবার জন্যে
কিংবা করপোরেশনের তালিকাভুক্ত
এক বিশেষ জীবের মতো

দুনিয়ার খেলা একায়নে
নাতির সম্ভাব্য শংকিত গতিবিধি
প্রেম-ভালবাসা প্রীতি-প্রণয়ের
শক্ত গাঁটছড়ায় সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্যে
ঘরে এনেছেন সাক্ষাত মায়া
এক ষোড়শী নাতবৌ ;
অথবা যেহেতু মরণশীল মানুষ
মহাকালের রূঢ় ইংগিতকে ভ্রূকুটি কোরে
সন্তান-সন্ততি পুত্র-প্রপৌত্রের মাধ্যমে
উত্তরযুগে সমাসীন থাকতে চায়,
সমাজ সংসার সৃষ্টির চিরন্তন অংগ হিসাবে
নিজেকে গণ্য করার অভিলাষ
যেহেতু নিত্যই পোষণ করে প্রতিটি মরশুমী জীবন,
তাই হয়তো গংগাযাত্রার আগে
পূর্বসূরী দিদিমা
সংসার যাত্রায় এনেছেন উত্তরপথিক নাতবৌ।
ঠিক যে কেন এনেছেন
তা আমি জানি না
তিনিই ভালো জানেন, মোটের ওপর
আমাকে নিতে হয়েছে তার খুশীর উপহার,
অবলম্বন, মহাজীবনের লিপ্সার অংশ
নদীপথে নৌকোর গুণ।

কালের যাত্রায় রোমান্টিক যুবক থেকে
দায়িত্বশীল পিতা আমি ;

পত্নী যেহেতু বন্ধ্যা নন,
আমিও নির্বীজ নই
এবং একই বিছানায় রাত কাটাতে হয়
প্রকৃতির নির্দেশে,
যথাকালে আসে সন্তান-সন্ততি।
দুটি বা তিনটি সন্তানই যথেষ্ট,
সরকারী নিষ্ঠায়
লাল ত্রিকোণের তর্জনী
যদিও সমুপস্থিত ছিল না তখন
পথে ঘাটে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে,
দোকান বাজার গঞ্জ
হাসপাতাল চিকিৎসালয়ে
তবু একরকম স্থিতিশীল মাসমাহিনা
এবং তার বার্ষিক বৃদ্ধির হার খতিয়ে দেখে
মোটেই বেহিসেবী হবার উপায় ছিল না।
তাই আদপে নিষেধ না থাকলেও
দুটি সন্তানই যথেষ্ট—ধারনায় ছিল
পরিকল্পিত পরিবার
ডাক্তার মিত্রের পরামর্শে,
দায়িত্বশীল ও করণিক পিতা আমি।

ইতিমধ্যে দিদিমা
উত্তরসূরীদের উদ্দেশ্যে
শেষ আশীর্বাণীটুকু উচ্চারণ কোরে
শান্তিতে গংগাযাত্রা করেছেন।

ক্রমে আমি প্রৌঢ় পিতা, কাঁচাপাকা চুল;
অনেক জল গড়িয়ে গেছে মাঝদরিয়ায়
দশকগুলিতে, হিংসার উন্মত্ততা
পুনর্বার দাপাদাপি করেছে
সারাটা দুনিয়া। সতর্ক সাইরেন
অতন্দ্র প্রহরী, চার পাঁচটি বছর
জনসেবায় থেকেছে নিদ্রাহীন নিরলস।
আসমুদ্র হিমাচল ভারতে নূতন জাগরণ
স্বাধিকার স্বরাজ ও আলোর সাধনায়
মগ্ন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সুললিত কণ্ঠে
সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা
দেশমাতৃকার আরাধনা,
বন্দেমাতরম্ মন্ত্র, বক্ষে অসীম সাহস,
আইন-অমান্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক—
বিদেশী খঞ্জরে কিবা ডর!
দৃঢ় প্রত্যয়ে উৎসর্গীকৃত প্রাণ—
অমর শহীদের রক্তে লাল রাজপথ জনপদ,
পরিশেষে গণদেবতার হাতে বিজয়কেতন,
উদাত্ত আকাশে বাতাসে
ভারত-ভাগ্যবিধাতার জয়গান।
তবু কলোনীপ্রথা বজায় রাখতে
শোষকের ঘৃণ্য চক্রান্ত—
ভায়ে ভায়ে বেঁধেছে মার-দাঙ্গা,
মাতৃহৃদয় যন্ত্রণায় নীল,
পরিণামে ধর্মের জিগীরে সত্তা দ্বিখণ্ডিত।

তবু যাহোক তখনকার মতো
হানাহানি তো বন্ধ,
এটুকু সান্ত্বনা মধ্যবিত্ত স্বভাবসিদ্ধ
সাধারণ ও বোধগম্য ছিল।

চার দেওয়ালের বাইরে তাকিয়ে দেখি
চলমান সভ্যতার শকট
দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে
বাধাবন্ধহারা ছুটে চলেছে।
ট্রাক্টর মাটি ভেঙে করছে চাষ,
হারভেষ্টার কাটছে ফসল
পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মোটা মুনাফার শিকারে
দিনে দিনে বেকারী বাড়ে,
অফিস কলকারখানায়
বেপরোয়া ছাঁটাই চললে
তরুণ জীবন অকালে ফসিল না হবার দাবীতে
কলরবে মিছিল করে,
ধর্মঘটে সামিল হয়।
কর্ণধারগণ কাঠামো বদল চিন্তা করেন—
চাই সমাজতান্ত্রিক সমাজ।
সভ্যতার শকট অগত্যা পথ বদলায়
বিশেষজ্ঞ মহলের চিন্তায় আসে সবুজবিপ্লব,
চাই অন্ন বস্ত্র আলো
পরিচ্ছন্ন পুষ্ট জীবন,
অস্তিত্বের প্রতিটি সোপানে

পরিব্যাপ্ত মানবিক অধিকার।

আশৈশব প্রৌঢ়ত্ব বহু বছর কাটে;
সরকারী চাকুরে
বয়স আটান্ন হলে অবসর নিতে হয়।
শিক্ষা সমাধার পরে
মূলত কাজকর্ম না পেয়ে
প্রত্যক্ষ নৈরাশ্যকে সদর্পে
এবং প্রকাশ্য দিবালোকে সুস্পষ্ট
অবক্ষয়ের পথে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি;
শিক্ষাবিদ প্রশাসক বিচারকের পূত রক্তে
দুঃসহ রাঙা হয়েছে হতাশার হাত,
পুড়েছে ল্যাবরেটরী,
ভেঙেছে টেবিল চেয়ার আসবাবপত্র,
দেশবরেণ্য নেতার প্রতিমূর্তি
ভূলুণ্ঠিত এখানে ওখানে;
স্কুল কলেজ বর্জনের ডাক—
ভূয়ো বন্ধ্যা শিক্ষায়
মানপত্রে কিছু ফয়দা নেই,
কেঁপে উঠেছে অন্তরাত্মা—
দাদুভাই স্কুল ছেড়ে যদি……
ইত্যাকার অবস্থা যখন
দেউড়িতে উটজপ্রাংগনে,
অবসর নিতে হয়,
বয়স আটান্ন হলে

মেয়াদবৃদ্ধির জন্যে তদ্বির করিনি মোটেই ;
উদ্দেশ্য সমাজসেবা নয়,
স্বার্থের কাছে কোনোদিন
জনসেবা বড় কোরে দেখেছি বলে
মনে তো পড়ে না—
পরিবেশ অনুশীলন দধিচির হাড়
ছিল না সাদামাটা করণিক জীবনে—
একথা পরিস্কার বটে।
তবু রাম শ্যাম যদু মধু
ও আমার কর্মকাণ্ডের ফলে
একসময় কেমন কোরে রাজার ঈপ্সিত দুধপুকুর
জলপুকুরেই আত্মপ্রকাশ করলো—
ঘটনাটা সম্যক মনে ছিল বলে
বিবেকের কেমন যেন একটা খোঁচা
বোধ করেছি অন্তরে অন্তরে। আটান্নর পরে
মেয়াদবৃদ্ধির জন্যে দরবার করিনি
ওপরমহলে। যথানির্ধারিত আটান্নতে
অবসর নিই কর্মজীবনে।

নিয়মমাফিক পেনসন পাই
কর্মোত্তর জীবনে। পাই সরকারী করুণায়
কিংবা নিজের অধিকার বলে
বিশ্লেষণ কোরে দেখিনি কোনোদিন।
যদিও যৌবনে চাকুরির প্রথম পর্যায়ে
চুপিসারে নিজেকে রাজপুরুষ ভেবে

বুকটা স্ফীত হয়েছে,
বিদেশী শোষণযন্ত্রের অংগ হিসাবে
নিজেকে ঘৃণাও করেছি মাঝে মাঝে
সচেতনভাবে, কিন্তু খুব সন্তর্পণে
পাছে কেউ দেখে ফেলে
কিংবা কখনো স্বাধীনতোত্তর অধ্যায়ে
নিজেকে দেশের সেবক ভেবে
পেয়েছি অনাস্বাদিত সন্তুষ্টি,—
অফিসের কাজকর্মে
কবোষ্ণ টেরিলিনের মতো
উদার হয়ে যাবার কথা ভেবেছি,
তবু কোনোদিন খতিয়ে দেখিনি
পেনসন মেলে সরকারী করুণায়
কিংবা নিজের অর্জিত অধিকারে।
পেনসন পাই—এটা তথ্য। করণাধ্যক্ষ
গেজেটেড পদ, পেয়েছিলাম
অবসরের কিছু আগে।
ভাবের ঘরে চুরি কোরলে
যেহেতু মন-প্রহরী হাতে নাতে পাকড়াও করে
অকপটে স্বীকার কোরতেই হয়—
অধ্যক্ষ নই—আমি একজন রামকরণিক
খাসকামরায় ঝাড়ফুক এবং
অধস্তন মহলের হুঁশিয়ারী—মুষ্টিযোগ বিপ্লব
প্রায় যুগপৎ মগজভুক্ত কোরে
কখনো কল্পতরু বোধিদ্রুম আমি

রেক্সিন চেয়ারে গদিয়ান,
কখনো বা কিংকর্তব্যবিমূঢ়
স্রেফ বসে বসে পা নাচাই,
অনর্গল ধোঁয়া ছাড়ে জ্বলন্ত চারমিনার
চিন্তার অবিচ্ছেদ্য সাথী।

কর্মজীবনের পরিসীমার মধ্যে
বিশেষত প্রাথমিক স্তরে যৌবনে
হৃদয়ের উষ্ণতা নিয়ে
অনেককে দিয়েছি বিদায় অভিনন্দন।
কেউ অবসর নিয়েছেন,
কেউ বা উচ্চতর পদ পেয়ে গেছেন অন্যত্র;
অফিসে ছোটখাটো আয়োজন অনুষ্ঠান,
চাঁদার পয়সায় এসেছে ফুলের তোড়া,
লেখা হয়েছে মানপত্র,
সুগন্ধি ধূপের বাস,
রবীন্দ্রনাথ নজরুলের গান, কবিতা-আবৃত্তি,
চারল্‌স্‌ ল্যাম্বের লেখা থেকে উদ্ধৃতি,
সামান্য কিছু বক্তব্য প্রভৃতির মধ্যে
সর্বসাকুল্যে কাম্য ছিল
বিদায়ী সহকর্মীর যাত্রাপথ শুভ হোক।
ইতিমধ্যে অফিসে কাছারিতে
বিপ্লব (!) আমদানী হলে
গুণগত বিচারে নাকি
করণাধ্যক্ষ তথা সমস্ত গেজেটেড পদ

বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিভূ।
সুতরাং সংগ্রামী চিন্তা ও মননে
অনুরূপ কোনো অভ্যর্থনা
শ্রেণী সমন্বয় মাত্র—বিন্দুবিসর্গ সমীচীন নয়।
তাই আমার জীবনে
অবসরকালে গোধূলি কড়চায়
সহকর্মীদের শুভেচ্ছার অভিজ্ঞান
সহমর্মীতার বাণী
আবশ্যিকভাবে অনাগত ছিল।
ক্ষোভ বা খেদ নেই কিছু, না বললে
যেহেতু খতিয়ান অসমাপ্ত রয়ে যায়
তাই লিখি। লিখি হিজিবিজি
বলবেন কেউ কেউ
এবং বক্তব্যও প্রাঞ্জল গলার জোরে।

বিকেল গড়িয়ে সায়াহ্ন এলো।
অনন্ত রাত্রির গর্ভে
তলিয়ে যাওয়ার আগে
আমি এক বৃদ্ধ পিতামহ।
বার্ধক্য দ্বিতীয় শৈশব,
ডাক্তারী অনুশাসনে চলি,
প্রত্যুষে খোলা মাঠে বেড়াই
খালি পায়ে। শিশিরভেজা ঘাস,
ভোরের বিশুদ্ধ বাতাস
ব্লাডপ্রেসারের মহৌষধ,

পিত্ত কফ শ্লেষ্মাও সুনিয়ন্ত্রিত করে।
তাই প্রাত্যহিক প্রাতর্ভ্রমণ
আমার রোজনামচার অংগ। একান্ত সময় হাতে
এক মূর্তিমান অবসর আমি
দাদুভাই-এর সংগে কখনো দাবা খেলি,
দিদিভাই সিনেমা থিয়েটারে
সংগী করে মাঝে মাঝে,
বোধ হয় বন্ধুদের কেউ
তার হঠাত-খেয়ালের সাথী না হলে।
বহুদিনের অভ্যেস
সকালে চা-জলখাবার খেয়ে
বেরিয়ে পড়ি বাজারের থলি হাতে, দৈনন্দিন
কিছু কেনাকাটা কোরতেই হয়;
কিন্তু যেহেতু দ্রব্যমূল্য আকাশের কিনারে
আজকাল হাঁটাচলা করে
দু'তিন টাকায় থলেভর্তি তরকারী মেলে না
গৃহস্থালীর ফরমাসে বাজার বইতে বইতে
দাদামশায়-ঠাকুরদার মতো
কুঁজো হয়ে পড়িনি; টান টান ঋজুদেহে
এখনো নিত্য পথ হাঁটি
আমি এক বৃদ্ধ পিতামহ।

বর্ষপরম্পরা প্রগতির গাড়ী এগিয়ে চলে।
ব্যাংক জাতীয়করণ হয়,
আশায় বুক বাঁধি—

এবার অর্থনীতির সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে
কৃষি ও সমবায় সংস্থাগুলি
যথারীতি ঋণ পাবে।
জোরদার হয় বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ,
শিক্ষাব্যবস্থার হচ্ছে পুনর্বিন্যাস,
গ্রামে ও মফঃস্বলে ছড়িয়ে পড়ছে আলো
বিদ্যুৎ ও শিক্ষার,
সার্বজনীন সাক্ষরতার শপথ নিয়ে
বহুল গড়ে উঠছে প্রাথমিক বিদ্যালয়,
শহরে শুরু হয়েছে বস্তি উন্নয়নের কাজ,
ভূমিকম্প বন্যা ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত
জনসাধারণের সেবায়
মানচিত্রের সর্বত্র ক্লান্তিহীন রেডক্রস,
শিশুমংগল ও ত্রাণকার্যে লিপ্ত
একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা।
পারিবারিক মঞ্চেও দেখি
এক নূতন দৃশ্য—
বেকার দাদুভাই-এর জোটে শিক্ষানবিশী
ধারণা করি—বন্ধ দরজা খুলছে,
এবার বেকারী অবসান হবে,
হয়তো সমাজতন্ত্র আসছে
পুলকিত মনে ভাবি।
দিদিভাই নিজেই মনোমতো বর খুঁজে নেয়,
'অবাধ্য দুষ্টু কোথাকার' মুখে তর্জন কোরে
মনে মনে খুশী হই—

মুস্কিল আসান হলো।
এইভাবে ঘরে বাইরে সভ্যতার রথ
কখনো সোজা, কখনো বাঁকা
কখনো বা আপাতবাঁকা পথে
ক্রমাগত আগুয়ান হলে
দেখি অণু-পরমাণু
ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে নিত্যনূতন ;
সাগর মহাসাগর মথিত হয়ে
ওঠে অঢেল হলাহল।

বিশ শতকের মানুষ স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত।
দেবতা মাথা ঘামান না তাদের জন্যে ;
মানুষের সুখ-দুঃখে মানুষ হাসে কাঁদে,
জোকার দেয়, আঁখিজল ফেলে। প্রকৃত প্রস্তাবে
মানুষ ও দেবতা
আপন আপন ভাবনাচিন্তা
এবং কাজকর্মের চৌহদ্দিতে
নিত্য অনুশীলন কোরছেন আত্মনিয়ন্ত্রণ,
শ্রম ক্ষমতা ইত্যাদি বিভাজননীতি।
সুতরাং বার্ধক্যে জীবনের প্রায় কানাগলিতে
উত্তরের পথ মেলে না
কোন সে দেবতা পুনর্বার
পৃথ্বীরে নির্বিষ কোরবেন ; সততার পরিত্রাণ
ও দুষ্কর্মের বিনাশ সাধনের জন্য
কোন সে অবিনাশী শক্তি

আবার নিজেকে নিয়োজিত কোরবেন। ভেবে পাই না
কারণ ত্রিভুবনে আত্মনিয়ন্ত্রণ,
শ্রম ক্ষমতা ইত্যাদি বিভাজন নীতি
নিয়মিত অনুসৃত হচ্ছে।
আজ দেবতা তৎপর নন,
মানুষের চিন্তায় দেবতা মগ্ন নেই
বিন্দুমাত্র এই বিশ শতকে।

ছেলেবেলায় পুরাণের কাহিনীটা
আমার খুব প্রিয় ছিল।
কালবোশেখের ঝড়ের পরে নিঝুম সন্ধ্যায়
গ্রীষ্মের রোদে ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে
কিংবা পউষের শীতে হিমের রাতে
গায়ে গরম লেপ মুড়ি দিয়ে
আমার প্রথম শৈশবে
প্রিয় সে কথকতা
আমি বারবার শুনেছি—
দেবাদিদেব মহাদেব
সমস্ত হলাহল পান কোরে
হয়েছেন নীলকণ্ঠ,
পৃথ্বীরে কোরেছেন নির্বিষ।
আমার দ্বিতীয় শৈশবে দেখি
আটল্যান্টিক প্রশান্ত মথিত অঢেল হলাহল
সোনার বাঙলাকে
পচিত জর্জরিত করার জন্যে

বীভৎস ঘৃণ্য মানসিকতায়
বুড়িগংগা পদ্মা মেঘনায় সঞ্চারিত হলে
প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত বাঙলার ঘরে ঘরে,
অবিনাশী শক্তি কোটি কোটি
দুর্জয় মুক্তিসেনা ও ভারতীয় জওয়ান
নির্বিষ করেন শ্যামল মৃত্তিকা,
প্রত্যক্ষ করি সাক্ষাত অসংখ্য নীলকণ্ঠ
আমার দ্বিতীয় শৈশবে।

বাঙলা দেশ

নরপশু ভাবে জংগলরাজে শোষণ চালাবে চোস্ত,
বোমা বেয়নেট লুটেরার সাজে সারা দেশ রবে ত্রস্ত।
মূঢ় সে স্বপ্ন নিছক দুরাশা শেখালো মুক্ত জীবন,
রক্ত আখরে দেওয়ালের ভাষা নিয়েছে কঠিন পণ ॥

ভূলোক দ্যুলোকে উচ্ছ্বসি ওঠে প্রাণের অংগীকার,
মুমুক্ষু মন খোঁজে একজোটে মানবিক অধিকার।
কোটি কণ্ঠের কলরোল আনে শেকল ছেঁড়ার গান,
সীমান্তরেখা ?—মন কি মানে যেখানে নাড়ীর টান ॥

জীবন লিখছে মরণ ললাটে ভাঙবে পাষাণ-কারা,
এপারে আমরা ময়দানে মাঠে প্রস্তুত দিই সাড়া।
ওপারে সোনালী সূর্য সজীব নূতন ধরার বেশ,
ঘরে ঘরে ভাই বাঙালী মুজিব জয়তু বাঙলা দেশ ॥



হে বিশ্ববিবেক

বড় বড় উপমান বা উপমিত নয়—
ওগুলো মোটেই বুঝি না,
আটপৌরে ভাষায় বরং
মুক্তিবাহিনী এবং তার মিত্রশক্তি ভারতীয় জওয়ান
অন্ধকারের নৈরাজ্যে
সুতীক্ষ্ণ এক ঝলক অবিনশ্বর আলো।
চোখ কান একটু খোলা রাখলে
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটা পংকিল মানসিকতা
ভালই ঠাহর কোরবে বন্ধু,
ভূপৃষ্ঠের এক গোলার্ধ থেকে
অপর গোলার্ধ পর্যন্ত তামাম দুনিয়ায়
গতিশীল জীবনের পায়ে
লক্ষ লক্ষ বেড়ী লাগাবার জন্যে
আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে
দ্যাখো অসংখ্য পেন্টাগন।

হে বিশ্ববিবেক,
ইহলৌকিক সমস্ত কামনা বাসনা
ঘৃণা ভালবাসা মৈত্রীর ঊর্ধ্বে
তুমি নাকি অচিরে মুক্তপুরুষে উত্তীর্ণ হবে?
খুবই ভালো কথা—

আমরা সকলে তোমার যশোগাথা গাইবো ;
পূব বা পশ্চিম দিগন্তে সাঁঝতারা শুকতারা হয়ে
নীরবে মিটমিট কোরে তাকালে
উর্ধনেত্র আমরা সবাই তোমার জয়ধ্বনি কোরবো।
শুধু একবার তোমার
চিরমৌন অলৌকিক উত্তরণের আগে,
হে আপাতমূক বিশ্ববিবেক,
উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করো—
গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলা দেশ
আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালবাসি।

মহাসূর্য মুজিবর

যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি সূর্য
বিকিরণ কোরছে আলো
তাপ স্পন্দন সবুজময়তা।
পশ্চিমাকাশে দিবসের শেষ সূর্য
পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথ পেরিয়ে
সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছে
আগামীকালের নূতন সূর্যে।

সব সূর্য এক নয় ;
কেউ গোলাপী, ফাগুন এনেছে
আম কাঁঠাল জাম জারুলের বনে।
কেউ সবুজ, ধানখেতে এনেছে
কোমল ভাস্বরতা ; তার আকর্ষণে বিকর্ষণে
মানব-মানবীর দেহ-মনে খেলেছে
জাফরানরঙের জোয়ার-ভাঁটা সৃষ্টির শরিক
কেউ বা আলো, নির্ভীক আলো,
এক ফালি আলোর প্রতীক্ষায়
যে বীজ প্রহর গুণছিল
তার হয়েছে অংকুরোদগম।
কেউ বা উত্তাপ,
দুর্দণ্ড ও অবিনশ্বর,
ঘন নিবিড় কুয়াশার সংগে

সফল পাঞ্জা কষেছে বারবার ;
নূতন জীবনের অভিসারে
ঝরণা নদী নালা পেয়েছে
অদম্য গতিশীলতা যুগ যুগ ধরে।

পিতা-প্রপিতামহের কাল ছাড়িয়ে
আরো ওপারে কোনো প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে
কোটি কোটি সূর্য
আজও বিকিরণ কোরছে
আলো তাপ স্পন্দন সবুজময়তা।
সেই অবিনাশী শক্তির সংগে
আমার প্রথম পরিচয়
আদিম মানুষের চোখে।
আদিম মানুষের রসদ
বন্য পশুপাখি এবং
অরণ্যের পরিপুষ্ট ফল
সূর্য দেবতার অসীম করুণায় অপর্যাপ্ত—
ভয় ও ভালবাসায়
এই সম্যক স্বীকৃতি থেকে
স্ফীতনেত্রে তাকিয়েছি তেজোময় দেবতার দিকে,
অকৃত্রিম মগ্ন থেকেছি কখনো
দিনরাত্রির স্রষ্টা
সংকট-দুঃখ-ত্রাতা ভাস্করের উপাসনায়।

আদিম মানুষ আমি
সূর্যরশ্মির কাছে শিখেছি

সংঘশক্তির প্রয়োজনীয়তা ;
শ্বাপদসংকুল জংগলে
হিংস্র ভয়াবহ জন্তুর আক্রমণকে
পুরোদস্তুর যুঝবার জন্যে
পাঁচজনকে জড়ো করেছি একসংগে,
গড়েছি দল বা গোষ্ঠি,
ঐতিহাসিক বিবর্তনে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত
দলপতির মঞ্চ থেকে একনায়কত্ব
রাজতন্ত্র সামন্তপ্রথা এবং
পরিশেষে সবাই রাজার রাজা গণপ্রজাতন্ত্রে।
প্রস্তর লৌহ তাম্র যুগ থেকে
অদ্যাবধি কাল অর্থাৎ
চাঁদে-পৌছানো-প্রকল্পের যুগ পর্যন্ত
কোটি কোটি সূর্য
সমাজ সভ্যতার কাণ্ডারীর বাহুতে
জোগাচ্ছে অকৃপণ দরাজ জীবনীশক্তি।

এমন অনেক সূর্য নিয়ে তৈরী
এক মহাসূর্যকে আমরা চিনি ;
আলো উত্তাপ গতিশীলতার
অক্ষয় উৎস হাতে
পূব আকাশে ভাস্বর এক মহাশক্তি
বংগবন্ধু মুজিবর রহমান
সগৌরবে উত্তীর্ণ শাশ্বত দ্যুতিময় মহাসূর্যে।